তারিখ ... ৩/৭/২০০৩
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

আমাদের চেয়েও কম প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে যে সমস্ত পশ্চিমা দেশ এবং প্রতিবেশী দেশ অর্থনীতিতে উন্নয়ন সাধন করেছে তার মধ্যে সুইজারল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যদিও সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ডকেই অনুকরণ করেছে। আমরা কাউকে অনুকরণ করছি বলে মনে হচ্ছে না। তাদের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বাস্তববাদী শিক্ষা নীতি উন্নতির শিখরে যেতে সাহায্য করেছে। শুধু গতানুগতিক ৩০০ বৎসরের ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের শিকার আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতি।

শিক্ষা মানুষের শ্বাশত জীবন বিকাশের প্রধানতম হাতিয়ার। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার, প্রসার ও প্রয়োগ পৃথিবীর সকল স্থানে সমভাবে ঘটে না। প্রাচীন মিশরীয় পেপিরাসে লিখিত হায়ারোগ্লিফিক্স থেকে আজকের আধুনিকতম ইংরেজী শিক্ষা পর্যন্ত পৃথিবীর সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশলের প্রয়োগ সেই ব্যবধানে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। এমনকি একই দেশে কিংবা একই ভূ-ভাগেই রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটি বস্তুতপক্ষে একটি অতি প্রাচীন, প্রযুক্তি বিযুক্ত, গদবাঁধা ও পশ্চাৎপদ শিক্ষা পদ্ধতি। বাংলাদেশের মতো একটি গণতন্ত্রকামী, উন্নয়নপ্রয়াসী দেশের জন্য এটি কিছুতেই সুফল বয়ে আনতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তববাদী ও ফলপ্রসূ শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন অপরিহার্য যা শুধু জাতির সুদৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক অবকাঠামোই গঠন করবে না; বরং তৈরী করবে একটি সুশৃঙ্খল, কর্ম- প্রয়াসী, দক্ষ, উদ্যমী স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী, যা দেশের কর্ম চাহিদা তো মেটাবেই, বরং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের ভাবমূর্তিকে করবে সমুন্নত। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রয়াস যে একেবারে হয়নি, সে কথা বলা যাবে না। এই পর্যন্ত পাঁচ-পাঁচটি শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর ভিত্তিতে এ যাবৎকাল বাংলাদেশে কোন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়নি। কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত, লক্ষ্যবিহীন এক পরিক্রমায় ক্রমশ ব্যাপৃত হয়েছে এবং হচ্ছে অগণিত তথাকথিত শিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলা। একটি সুষম, গণতান্ত্রিক উপযুক্ত ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ ও বিকাশের সাংবিধানিক (ধারা-১৭) অঙ্গীকার মুখ থুবড়েই পড়ে আছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা:

লক্ষ্যবিহীন : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল ধারার শিক্ষাক্রম (প্রথম শ্রেণী হতে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত) একটি লক্ষ্যবর্জিত ও উদ্দেশ্যহীন একটি ব্যবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, বেকার ও হতাশাগ্রস্ত জনসমষ্টি তৈরী করাই হলো এই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম মূল লক্ষ্য।

মেধা ও জ্ঞানের অব্যবস্থাপনা : প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়নের সুযোগ নেই বললেই চলে। যে কারণে প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যা, অণুজীববিদ্যা, প্রকৌশল শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও আমাদের তরুণ-তরুণীরা ব্যাংক, বীমা, প্রশাসন কিংবা কূটনীতির মতো পেশা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে রাজনীতি বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নৃবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে অধ্যয়ন করে নিয়োজিত হচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। ফলতঃ অপচয় ঘটছে বিপুল মেধা ও সম্ভাবনার।

অভিভাবকদের অসহায়ত্ব : একজন ছেলে কিংবা মেয়েকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত পড়াতে একজন অভিভাবকের ন্যূনতম ১৭ বছর শিক্ষা ব্যয় করতে হয় বা কমপক্ষে ৩-৪ লাখ টাকা, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহুগুণ বেশী। আমাদের নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য এটি এক বিরাট বোঝায় পরিণত হয় এবং উচ্চ শিক্ষা শেষ করে ছেলে কিংবা মেয়েটি যখন বেকার ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পরিবারে প্রত্যাবর্তন করে তখন অভিভাবকের নিকট গোটা প্রক্রিয়াটিকে একটি নির্মম পরিহাস বলে মনে হয়। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার এই প্রক্রিয়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে পরিণত হয়।

স্নাতকোত্তর (এমএ/ এমএসসি/ এমকম/ এমএসএস/ এমএড/ এলএলবি) : মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ০.১ ভাগ প্রতি বছর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে যার সংখ্যা ২৬,৮৬১ জন। দীর্ঘ ১৭ বছরের পথ পরিক্রমায় একজন শিক্ষার্থী এ পর্যায়ে অতিক্রম করে তার জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ থেকে ২৮ বছর সেশন জটের কারণে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তীব্র হতাশা ও বঞ্চনার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে এবং কার্যত এমএ পাসধারী হাজার তরুণ-তরুণীরা অফিস- আদালতে এমনকি পিয়নের কাজও করছে। বর্তমানে এক লক্ষাধিক স্নাতকোত্তর যুবক ও যুব মহিলা বেকার এবং অর্ধবেকার অবস্থায় আছে। পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে তারা কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানেও জায়গা পাচ্ছে না। তারা সেখানে অতিযোগ্য (Over Qualified) এবং অদক্ষ (Unskilled) হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। যারাও বা চাকরি পাচ্ছে তাদের মাসিক বেতনের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে সর্বোচ্চ ২৫০০-৩০০০ টাকা। এমএ ডিগ্রীটি তখন এই সকল যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মযোগ্যতা (asset) না হয়ে নিদারুণ বোঝা (liability) তে পরিণত হয়।

স্নাতক (বিএ/ বিএসসি/ বিকম/ বিএসএস/ বিএড/ বিপিএড/ বি মিউজিক) : প্রতি বছর মোট ৮৫,৮১৭ জন শিক্ষার্থী স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে যা মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ০.৩%। এই বিপুল বিএ পাসধারী জনগোষ্ঠী দেশের জন্য এক বিরাট বোঝায় পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে বেকার কিংবা অর্ধবেকার (Under employed) এর সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে তারা টাইপিস্ট, দোকানদার, সেলসম্যান ইত্যাদি নানা পেশায় জড়িত হচ্ছে। দেশের সীমিতসংখ্যক কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদের